NARAJOLE RAJ COLLEGE

Subject – Sanskrit Topic – Cardinal theories and ancient Indian political thinkers

Teacher – Barnali Banerjee

সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর

রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা বর্তমান যুগে মুখ্য আলোচনাগুলির মধ্যে এক অন্যতম বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। প্রাচীনকালের লেখকেরা তাদের গ্রন্থগুলিতে রাজনীতি বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করেননি। যে কয়েকজন শাস্ত্রকার এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন কৌটিল্যের নাম তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি তে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতি ব্যবস্থাকে একটি সুন্দর ও সুপরিকল্পিত রূপ দেওয়ার জন্য তিনি সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের প্রণয়ন করেন। কেবলমাত্র কৌটিল্য নন মনুসংহিতা সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রনীতি সাতটি অঙ্গ বা উপাদানকে একত্রে সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব বলা হয়। সেই সাতটি অঙ্গ হল -

1) স্বামী (the ruler)

2) অমাত্য (minister)

3) জনপদ (the population)

4,) দুর্গ (the fortified capital)

5) কোশ (treasury)

6) দন্ড (army)

7) মিত্র (friend)

স্বামী :

স্বামী বলতে রাষ্ট্রের যিনি প্রভু বা শাসক বা প্রধান অর্থাৎ রাজা কে বোঝানো হয়েছে। একজন

সুশাসক হতে গেলে তার কি কি গুণাবলী থাকা দরকার তা কৌটিল্য তার সপ্তাঙ্গ তত্ত্বেআলোচনা করেছেন ।রাজা এবং রাজ্যকে যুক্তভাবে 'রাজপ্রকৃতি' নামে আখ্যায়িত করেন। সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে রাষ্ট্রের প্রথম

উপাদান হিসাবে তিনি আসলে রাজাকেই নির্দেশ করেছেন। রাজার বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য বর্ণনা করে তিনি বলেন, রাজা উচ্চ কুল বা বংশ থেকে জাত হবেন ।রাজাই বিশৃংখল পরিস্থিতির মধ্যে দণ্ডনীতির মাধ্যমে শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন। তার সুশাসনের উপরেই প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে। রাজা হবেন উৎসাহ-শক্তিতে শক্তিমান এবংশাসনযন্ত্রের একমাত্র প্রধান ও প্রথম ব্যক্তি। তিনি তার রাজ্যের সকল প্রজার অবস্থা ও মনোভাবজানেন এবং এই জানার জন্য তিনি গূঢ় পুরুষের (গুপ্তচর) মাধ্যমে প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রকৃতঅবস্থার অনুসন্ধান করবেন ও সেইমতো ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তিনি ভূমিজয় করে রাজ্যেরশক্তিবৃদ্ধি করেন। তিনি দণ্ডের সাহায্যে বর্বর ও শৃঙ্খলাহীন 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থা থেকে প্রকাদেররক্ষা করেন। একই সঙ্গে তিনি দণ্ডের সাহায্যেই চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের স্থায়িত্ব বিধান করেন।

অমাত্য :

অমাত্য' শব্দের দ্বারা মন্ত্রীসহ সকল আমলা, প্রশাসক ও রাজকর্মচারীদের বোঝানো হত। মন্ত্রী বা অমাত্যের পরামর্শ ছাড়া রাজার পক্ষে রাজকার্য চালানোসম্ভব নয়। কৌটিল্যের মতে একটি চাকায দ্বারা যেমন রথ চালিত হয় না তেমনি সহায় ছাড়া রাজ্য চলে না।

" সহায়সাধ্যং রাজ্যত্বং চক্রমেকং ন বর্ততে " ।। (অর্থশাস্ত্র)

কৌটিল্যের সমকালীন রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় অমাত্য বা পরামর্শদাতা হিসাবে একদলমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।কৌটিল্যের পূর্ববর্তী পরামর্শদাতা সংস্থাকে 'রত্নসভা' বলা হতো । ,

রাজা বহুসংখ্যক অমাত্য নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্যতিনি তিন বা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। একজন মাত্র মন্ত্রীর

সঙ্গে আলোচনায়সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে মন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ থাকবে। আবার দুজন মন্ত্রীর ক্ষেত্রে তারা সহজেই একত্রিত হয়ে রাজাকে প্রভাবিত করতে পারেন।একজন মাত্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায়সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে মন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ থাকবে।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য পঞ্চবিধ মন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেছেন যা রাজা মন্ত্রীদের সাথে গোপনে আলোচনা করবেন । সেগুলো হল - ১) কার্য নির্ধারনের উপায় বা পদ্ধতি ২) দক্ষ লোকের নিযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণা ৩) রাজকোষের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক আলোচনা ৪) কার্যক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান বিষয়ে আলোচনা ৫) কার্যের ফললাভ বিষয়ে আলোচনা ।রাজার ন্যায় মন্ত্রীকেও হতে হবে উচ্চ বংশজাত ও বিশ্বাসযোগ্য ।

জনপদ :

জনপদ বলতে ভূখণ্ড , রাষ্ট্র বা দেশকে বোঝায় । জনপদের উন্নতি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে রাজাকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে । একটি জনপদের জনসংখ্যা জনপদের আয়তনের তুলনায় বেশি হয়ে গেলে রাজা তাকে ভেঙে নতুন জনপদ গঠন করতে পারেন জনপদবাসীর যেন রাজাকে কর বা জরিমানা দেওয়ার সামর্থ্য থাকে।

দুর্গ—

সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের চতুর্থ উপাদান দুর্গ। কৌটিল্যের মতে দুর্গের প্রধান প্রয়োজনীয়তা হল রাষ্ট্রের সুরক্ষা। এজন্য রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে এমনভাবে দুর্গ নির্মাণ করতে হবে যেন তা শত্রুর দুরধিগম্য হয়। স্থানীয় বা নগরের তিন দিকে তিনটি করে পরিখা থাকবে। তার পাশে থাকবে পাথরের উঁচু প্রাচীর যার উপরে একটি রথ চলার মতো প্রশস্ত পরিসর থাকবে। এই নগর দুর্গেরমধ্যে রাজার বাসের জন্য অট্টালিকা, রাজ-আসন, গুপ্তপথ,

শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্দেওয়াল, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার উপযুক্ত বিবর বা কোটির প্রভৃতি থাকবে।

মনুসংহিতা গ্রন্থে ছয় প্রকার দুর্গের কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্যের পরিকল্পনা অনুসারে দুর্গ চার প্রকার হতে পারে– 'ঔদক' বা জলদুর্গ, যার

চারপাশে নদী থাকবে, পার্বত' বা গিরিদুর্গ যা প্রচুর গুহাসম্বলিত পর্বতে স্থাপিত হবে, মরু এলাকায়

স্থাপিত 'ধান্বন' দুর্গ, আর ঘনসন্নিবিষ্ট ও দুর্গম অরণ্যে স্থাপিত 'বনদুর্গ'। এছাড়াও সীমানায় থাকবে

প্রান্তরদুর্গ।

কোশ-

অন্যতম প্রধান উপাদান কোশ বা অর্থভাণ্ডার। আদর্শ রাজার ভাণ্ডারে

প্রচুর পরিমাণে অর্থ, সোনা রূপা, মূল্যবান মণি ও রত্ন প্রভৃতি সঞ্চিত থাকবে। এই রাজকোশদুর্ভিক্ষ বা অনুরূপ বিপদে ব্যয়নির্বাহ করার উপযুক্ত হবে। রাজকোশে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত থাকলেতবেই সেনাবাহিনীর আনুগত্য নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া পররাজ্যের মিত্র সংগ্রহ ও শনিগ্রহেরবিষয়টিও

রাজকোশের উপর নির্ভর করে। রাজ্যের মধ্যে যে কোনো কর্মোদ্যোগ বা আক্রমণেরদ্বারা পররাষ্ট্রের ভূমি দখল করার কাজের সাফল্য নির্ভর করে রাজকোশের অবস্থার উপর। কোশেরঅবস্থা বিবেচনা করেই রাজা যে কোনো কাজ আরম্ভ করেন। এজন্য প্রয়োজনে প্রজাদের পীড়নকরেও রাজকোশ বৃদ্ধি করা রাজার কর্তব্য। এই কারণে কোশবৃদ্ধির সুবিধার্থে রাজা অর্থনৈতিকউন্নতি অর্থাৎ শস্য উৎপাদন, বাণিজ্যিক উন্নতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

দণ্ড-

কৌটিল্যের মতে দণ্ডের প্রধান অর্থ সেনাবাহিনীর সাহায্যে বলপ্রয়োগের প্রক্রিয়াপ্রয়োগ করা যার দ্বারা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সুরক্ষিত থাকে। তার মতে, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ওবার্তা, এই তিন নীতির সাহায্যে রাজ্যের সমৃদ্ধি অর্জন করা ও তাকে সুস্থিত রাখার কাজ করে দণ্ড।'আন্বীক্ষিকীর' অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান; ত্রয়ী' তিনটি বেদ, আর বার্তা' হল কর, শুল্ক প্রভৃতির সংগ্রহ ওব্যবহার। স্পষ্টতই কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের ষষ্ঠ উপাদানটির ব্যবহারিক তাৎপর্য হল দণ্ডনীতিরসাহায্যে রাষ্ট্রের ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।

মিত্র -

সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের সাতটি অঙ্গের মধ্যে অন্যতম বিশেষ উপাদানটি হল মিত্র । মিত্র সংগ্রহের কাজটি রাজার পক্ষে প্রবল গুরুত্বপূর্ণ। একাজে সাফল্যের জন্য রাজা দক্ষভাবে কূটনীতি পরিচালনা করবেন এবং প্রয়োজনমতো সন্ধি-যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি নীতি ওকর্ম পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে তিনটি নীতি বা শক্তি আছে যার কৌশলগত প্রয়োগঅনুমোদনযোগ্য : (১) প্রভুশক্তি অর্থাৎ

রাজকোশ ও দণ্ডের শক্তি; (২) মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ মন্ত্রীঅমাতা ও পণ্ডিতদের মন্ত্রণা বা পরামর্শ; (৩) উৎসাহশক্তি অর্থাৎ রাজার পরাক্রম।

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের প্রতিটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিতও একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কৌটিল্যের মতে, এরা যত পরিমাণে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তথাকবে তত বেশি কার্য শুরু হবে।